কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে সরব দিল্লি সরকার

নয়াদিল্লি/কেমব্রিজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণের শিকার দিল্লি সরকার। দিল্লিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হিসেবে দেখা হবে, নাকি পৃথক রাজ্য হিসেবে দেখা হবে তা নিয়ে এখনও সন্দিহান কেন্দ্র। নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করেছেন দিল্লি সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়া।

প্রসঙ্গত, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল অতীতে বহুবার একটি নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে দেওয়ার জন্য কেন্দ্র নানারকম বাধার সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করেছেন। শহরের জন্য কেন্দ্রের শুল্ক ও করের পরিমাণ আরও বাড়ানো উচিত বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি।

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক ভারত সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মণীশ সিসোদিয়া এবং হরিয়ানা সরকারের প্রবীণ মন্ত্রী ক্যাপ্টেন অভিমন্যুকে। সিসোদিয়া যখন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করেছেন, তখন হরিয়ানার বিজেপি সরকারের মন্ত্রী ক্যাপ্টেন অভিমন্যু দাবি করেছেন, ভারতে নরেন্দ্র মোদী সরকারের আমলে শক্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো। এই প্রবল বিতর্কিত পরিবেশেও ভারতে রয়েছে সহযোগিতামূলক পরিকাঠামো। এর অন্যতম উদাহরণ জিএসটি কাউন্সিল। অভিমন্যু আরও বলেছেন, সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা এখন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য ভারতেও বজায় রয়েছে।

অভিমন্যু একথা বললেও সিসোদিয়া বলেন, জিএসটি-র ফলে কর পরিকাঠামো নষ্ট হয়ে গেছে। এর ফলে বিনিয়োগের জন্য রাজ্যগুলিকে অন্য নানারকম সুযোগসুবিধা দিতে হচ্ছে। কিন্তু এজন্য রাজ্যগুলিকে নানারকম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হচ্ছে। ঐতিহাসিকভাবে বিজেপি এবং কংগ্রেস সরকার দিল্লি সরকারের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করে চলেছে।

সিসোদিয়া এ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নামও টেনে আনেন। পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেসের শাসন, ফলে পশ্চিমবঙ্গ এবং দিল্লি দুই রাজ্যকেই দিল্লির বিমাতৃসুলভ আচরণ সহ্য করতে হচ্ছে। সিসোদিয়া তাঁর অভিযোগে বলেন, একমাত্র বিজেপিশাসিত রাজ্যগুলিকে প্রশ্রয়ের চোখে দেখে কেন্দ্র। এইসব রাজ্যগুলি কেন্দ্রের কাছে আনুগত্যের বদলে অনুগ্রহ লাভ করছে। সিসোদিয়া আরও বলেন, একদিকে কেন্দ্র বলছে দিল্লি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল। কাজেই দিল্লির সঙ্গে অন্য রাজ্যের তুলনা হতে পারে না। দিল্লির সঙ্গে রাজ্যের মতো আচরণ করা যায় না। এই কারণে অর্থ দেওয়ার ক্ষেত্রেও বৈষম্য ঘটছে। উদাহরণ হিসেবে তিনি ই-বাস কেনার প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সম্মেলনে ভারতের ধর্ষণের মতো বিষয়টিও চলে আসে। বিশেষভাবে হরিয়ানার মতো রাজ্যে যেখানে প্রায় প্রতিদিনই এই ঘটনা ঘটছে, সেখানে উত্তর দিতে হয় ওই রাজ্যের প্রবীণ মন্ত্রী অভিমন্যুকে। হরিয়ানার মন্ত্রী বলেন, তাঁর সরকার এমন একটি আইন আনতে চলেছে যেখানে এই কাজের জন্য মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় অ্যানুয়াল ইন্ডিয়া কনফারেন্সের আয়োজন করে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। আলোচনার বিষয় ছিল 'কো-অপারেটিভ অ্যান্ড কম্পিটিটিভ ফেডারেলিজম'। সেইসূত্রে ভারত থেকে আমন্ত্রণ জানানো হয় বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রীদের। এই আলোচনার মডারেটর ছিলেন নিউ ইয়র্কে ভারতের কনসাল জেনারেল সন্দীপ চক্রবর্তী।

কাজিরাঙায় একশৃঙ্গ গন্ডার চোরাচালান বন্ধে ব্যবস্থা : রাজ্যপাল

গুয়াহাটি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : অসমের কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান থেকে গন্ডার চোরাচালান রুখতে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিলেন রাজ্যপাল জগদীশ মুখি। শনিবার রাতে গোলাঘাট জেলা প্রশাসনের সঙ্গে রাজ্যপালের বৈঠকে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়। এরপরই তিনি প্রশাসনকে একশৃঙ্গ গন্ডারের চোরাচালান রুখতে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেন। রাজ্যপাল আরও বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অসমের যাবতীয় খ্যাতি এই কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান এবং তার মূল্যবান একশৃঙ্গ গন্ডারের জন্য। কিন্তু চোরাচালানকারীরা নির্বিচারে হত্যা করছে এই গন্ডারদের। এর ফলে তাদের নিয়ে রাজ্যের যে গর্ব তারও হানি হচ্ছে। রাজ্যপাল জেলা পুলিশ ও প্রশাসনকে কাজিরাঙা ফরেস্টের সঙ্গে অন্য রাজ্যের যে সীমান্ত রয়েছে সেখানে পুরোপুরি সীমানা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এই সীমানা ববাবর পুলিশকে পাহারার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। এছাড়া কাজিরাঙা ফরেস্ট ও গোলাঘাট জেলায় সামগ্রিকভাবে স্বাস্থ্য, পানীয় জল, পরিচ্ছন্নতা, শিক্ষা, সড়ক ও যোগাযোগ এবং কৃষির মতো বিষয়গুলির উন্নতির উপরও জোর দিয়েছেন রাজ্যপাল। অসম এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যেই রয়েছে চমৎকার লোকেশন। বহু পর্যটন এতে আকৃষ্ট হন। ভারতের পর্যটনকে অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে অসম ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই ব্যাপক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বলেও মন্তব্য করেছেন রাজ্যপাল।

রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অধিকার চায় নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : প্রয়োজন হলে রাজনৈতিক দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিলের অধিকার চাইল নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্টে একটি হলফনামা দাখিল করে এই অধিকার চেয়েছে কমিশন। প্রসঙ্গত, দোষী ব্যক্তিদের রাজনৈতিক দল গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলায় এই দাবি জানিয়েছে কমিশন। কমিশনের আইনজীবী এদিন বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করলেও তাদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার নেই কমিশনের। এজন্য আইন প্রণয়ন করে তাদের অধিকারকে সুনিশ্চিত করারও দাবি জানায় কমিশন। বিভিন্ন সরকারকে গত ২০ বছর ধরে তারা এই অনুরোধ করে আসছে। কিন্তু কোনও সরকারই যে তাদের অনুরোধে কর্ণপাত করেনি বা এ সংক্রান্ত কোনও ব্যবস্থাই করেনি বলে দাবি করেন কমিশনের আইনজীবী।

নির্বাচন কমিশন শীর্ষ আদালতে ওঠা এই জনস্বার্থ মামলায় তাদের হলফনামা জমা দিলেও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এখনও পর্যন্ত এ সংক্রান্ত প্রশ্নের কোনও জবাব দেওয়া হয়নি। প্রসঙ্গত, জনস্বার্থ মামলাটি দায়ের করেছেন বিশিষ্ট আইনজীবী ও সমাজকর্মী অশ্বিনী উপাধ্যায়। উপাধ্যায় দাবি করেছেন, রাজনৈতিক দলে ক্ষমতা দখল করে অপরাধ করা চলবে না। কোনও দল যদি কোনও দোষী ব্যক্তি বা অপরাধীকে ক্ষমতায় বসায়, তবে তৎক্ষণাৎ ওই দলের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করতে হবে।

বাবরি মসজিদ ইস্যুতে অবস্থান বদল নয় মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ডের

হায়দরাবাদ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : অযোধ্যায় একসময় মসজিদ তৈরি হয়েছিল, যতদিন বিশ্ব সংসার থাকবে ততদিন ওই মসজিদ থাকবে বলে রবিবার জানাল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ড (এআইএমপিএলবি)। বাবরি মসজিদ নিয়ে তাদের অবস্থানে কোনও বদল হচ্ছে না বলেও জানিয়ে দিয়েছে বোর্ড। প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার আর্ট অফ লিভিংয়ের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রী রবিশঙ্করের সঙ্গে এক বৈঠকে এআইএমপিএলবি'র এক সদস্য বলেন, প্রয়োজন হলে বাবরি মসজিদের স্থান বদল করা হবে। কারণ ইসলামে এ নিয়ে চরম কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। কিন্তু মুসলিম পার্সোনাল ল'বোর্ডের তরফে রবিবার বৈঠকের পর এক বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, বাবরি মসজিদ ইসলাম ও মুসলিমদের বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এই মসজিদের জমি কোনওভাবেই পরিবর্তন করতে পারেন না তাঁরা। মসজিদের জমি কাউকে উপহারও দেওয়া যায় না। বাবরি মসজিদের পুনর্গঠনের জন্য লড়াই চলবে বলেও জানায় বোর্ড। প্রসঙ্গত, হায়দরাবাদের সাংসদ এবং এআইএমআইএম প্রেসিডেন্ট আসাউদ্দিন ওয়েসি শনিবার রাতেই বাবরি মসজিদ নিয়ে তাঁর মনোভাব স্পষ্ট করে দেন। ওয়েসি পরিষ্কার বলেন, একসময় এই মসজিদ তৈরি হয়েছিল। বিশ্ব সংসার যতদিন চলবে, ততদিন এই মসজিদ থাকবে। মসজিদ নিয়ে কারও সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতা করা হবে না। ওয়েসি আরও বলেন, মসজিদ ইস্যু নিয়ে যারা সমঝোতা করতে চাইছে, যারা মসজিদের বিনিময়ে জমি দিতে চাইছে তারা সর্বশক্তিমানের কাছে এই কাজের জন্য জবাব দিতে বাধ্য থাকবে। বোর্ডের বৈঠকে প্লেনারি সেশনে এনডিএ সরকার মুসলিম মহিলাদের জন্য যে তিন তালাক বিল এনেছে, তাও সমর্থন না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বোর্ড বরখাস্ত করে অন্যতম সদস্য মৌলানা সলমন নকভিকে অযোধ্য নিয়ে তাঁর কম্প্রোমাইজ ফরমুলার জন্য।

MOFPI
राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान
National Institute of Food Technology Entrepreneurship and Management
FIRST
CONVOCATION

হরিয়ানার সোনিপতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ফুড টেকনোলজি এন্টারপ্রেনারশিপ অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের প্রথম সমাবর্তনে ডিগ্রি অর্জনকারী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ।

তামিলনাড়ুতে সব ঠিকঠাক চলছে না, অভিযোগ তামিল অভিনেতা কমল হাসানের

নয়াদিল্লি/কেমব্রিজ, ১৩ ফেব্রুয়ারি : তাঁর নিজের রাজ্য তামিলনাড়ুতে যে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে না, সেকথা স্বীকার করলেন অভিনেতা বনাম রাজনীতিক কমল হাসান। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বাৎসরিক ভারত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে গিয়ে কমল হাসান ঘোষণা করেন, তামিলনাড়ুর প্রত্যেক জেলায় একটি গ্রামকে দত্তক নেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। ওই গ্রামও গড়ে উঠবে আদর্শ গ্রাম হিসেবে। এই প্রসঙ্গে তিনি রজনীকান্তের সঙ্গে জোটের কথাও উড়িয়ে দিয়ে বলেন, তামিল অভিনেতার নতুন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁর রাজনীতির তেমন মিল নেই।

প্রসঙ্গত, গত ৩১ ডিসেম্বর রজনীকান্ত একটি নতুন দল গঠনের কথা ঘোষণা করে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছেন। সেকথা জানিয়ে হাসান বলেন, তিনি এবং রজনীকান্ত ভাল বন্ধু ঠিকই, কিন্তু তাঁদের রাজনীতির পথ ভিন্ন। কারণ রজনী যে নতুন রাজনৈতিক দল গড়েছেন, তাতে গেরুয়া পার্টির যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এই প্রভাব না কাটলে তিনি রজনীকান্তের পার্টিতে কোনওমতেই যোগ দেবেন না। কমল হাসান তাঁর সম্ভাব্য জোট সম্পর্কে যখন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সভায় একথা বলছেন, তখন রজনীকান্ত এ সম্পর্কে কোনও প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। তামিলনাড়ুতে সাংবাদিকদের রজনীকান্ত বলেন, একমাত্র সময়ই এইসব প্রশ্নের জবাব দেবে।

হাসান অবশ্য বলেছেন, সবকিছুর জন্য সময়ই সবচেয়ে ভাল ওষুধ। আগামী দিনগুলিতে সময়ই সব প্রশ্নের জবাব দেবে। অভিনেতা থেকে রাজনীতিক হওয়া হাসান সম্ভাব্য জোট সম্পর্কে যে আরও নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রসঙ্গত, দেশে ফিরে কমল হাসান রাজ্য সফর শুরু করবেন। প্রথমেই তিনি যেতে চান তাঁর নিজের বাড়ি রামানাথপুরমে। ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁর সেখানে যাওয়ার কথা। সম্ভবত নিজের হোমটাউনে বসেই কমল হাসান তাঁর নতুন রাজনৈতিক দলের নাম ঘোষণা করবেন। এদিকে জানা গেছে, তামিলনাড়ুর আর এক সুপারস্টার রজনীকান্ত ইতিমধ্যেই ঘোষণা করেছেন তাঁর রাজনৈতিক দল তামিলনাড়ুর পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচনে ২৩৪ টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। তামিলনাড়ুতে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজনীতিও। একসময় তামিলনাড়ু পেয়েছে এমজি রামচন্দ্রনের মতো অবিসংবাদী অভিনেতাকে।

কার্যত তাঁর হাত ধরেই রাজনীতিতে এসেছেন অধুনা ডিএমকে সুপ্রিমো এম করুণানিধি। তাঁরা দু'জনেই তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীও হয়েছেন। জনপ্রিয় অভিনেত্রী জয়ললিতাও দীর্ঘদিন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। সম্ভবত ঐতিহ্যের সেই ধারা বেয়েই রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই ঢুকে পড়েছেন তামিলনাড়ুর আর এক সুপারস্টার রজনীকান্ত। কমল হাসানও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছেন। তিনিও ২১ ফেব্রুয়ারি তাঁর নতুন দলের নাম ঘোষণা করতে চলেছেন।

মেয়েদের বিয়ার খাওয়া নিয়ে মন্তব্যের জন্য সমালোচনায় বিদ্ধ পারিক্কর

পানাজি, ১৩ ফেব্রুয়ারি : মেয়েরাও আজকাল বিয়ার খাচ্ছে এই মন্তব্যের জন্য গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর পারিক্করের বিরুদ্ধে প্রবল ক্ষোভ দানা বেঁধেছে। পর্যটক আকর্ষণের অন্যতম রাজ্য গোয়া। সেখানে দীর্ঘদিন ধরেই মহিলা পর্যটকরাও উষ্ণ পানীয় গ্রহণ করেন। কিন্তু এই নিয়ে কখনও কথা হয়নি। শনিবার একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমার রীতিমতো ভয় করছে, কারণ এখন মেয়েরাও বিয়ার খাওয়া শুরু করেছে। সহ্যের সব সীমাই অতিক্রম করে যাচ্ছে তারা। পারিক্করের এই মন্তব্য বিভিন্ন সোশ্যাল সাইটে চলে আসার পরই তা নিয়ে ক্ষোভ দেখা যায়। কেউই বিষয়টি ভাল চোখে দেখেননি। সোশ্যাল সাইটে বন্যার মতো ধেয়ে আসতে থাকে বিভিন্ন জনের প্রতিক্রিয়া। বেশকিছু মানুষ বিজেপি নেতা ও গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী পারিক্করকে সমর্থন করে ট্যুইট করলেও তাঁর এই বিতর্কিত মন্তব্য নিয়ে ক্ষোভও তৈরি হয়। অবশ্য তাকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে তিনি রাজ্যে ড্রাগ নেটওয়ার্কগুলি ভেঙে দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। সোশ্যাল সাইটে পারিক্কর বলেন, তিনি বিশ্বাস করেন, এখনই ড্রাগ চক্রগুলি জিরোতে নামিয়ে আনা সম্ভব নয়। কলেজগুলিতে ড্রাগের দৌরাত্ম্য বেশি বলে যেকথা বলা হয়, তাও মানতে অস্বীকার করেন তিনি। তবে রাজ্যজুড়ে ড্রাগের যে ব্যবসা চলছে, তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলেন তিনি। প্রসঙ্গত, মাদক চোরাচালানে জড়িত থাকার অভিযোগে চলতি বছরে ১৭০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মুম্বইয়ে স্ক্র্যাপ মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের খবর নেই

মুম্বই ১৩ ফেব্রুয়ারি : মহারাষ্ট্রের কুরলায় ছাঁট লোহার বাজারে রবিবার আগুন লাগে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। বড় আগুনটি লাগে মুম্বইয়ের কাছে শহরতলি কুরলার পাশে ছাঁট লোহার বাজারে। এই ছাঁট লোহার বাজারের পাশে মায়া হোটেল নামে একটি বড় হোটেল রয়েছে। আগুন লাগে সকাল ৬টা নাগাদ। সঙ্গে সঙ্গে খবর যায় দমকলে। প্রাথমিকভাবে, দমকলের ১২টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু তাতেও আগুন নিয়ন্ত্রণে না আসায় পরে আরও পাঁচটি ইঞ্জিনকে ঘটনাস্থলে পাঠাতে হয়।

জম্মুতে জঙ্গিদের বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য : রাজনাথ

নয়াদিল্লি/জম্মু, ১৩ ফেব্রুয়ারি : জঙ্গিদের বিরুদ্ধে চলতে থাকা অভিযান সাফল্য হবে বলে দাবি করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং। প্রসঙ্গত, জম্মুর সুজুঁয়ানে শনিবার ফের সেনা ছাউনিতে জঙ্গি হানা হয়। এই জঙ্গি হানায় নিহত হন সেনাবাহিনীর এক জুনিয়র কমিশন অফিসার ও এক নন-কমিশন অফিসার। জওয়ানদের পাল্টা আঘাতে চার জঙ্গির মৃত্যু হয়। রাজধানী দিল্লিতে রাজনাথ তখন একটি অনুষ্ঠানে ছিলেন। সেখানেই সাংবাদিকরা তাঁর কাছে এই অভিযান সম্পর্কে জানতে চাইলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্পষ্ট বলেন, অপারেশন চলার সময় কোনও মন্তব্য করা উচিত নয়। তবে তিনি নিশ্চিত, ভারতীয় জওয়ানরা অর্থাৎ যাঁরা এই অপারেশনে নিযুক্ত তাঁরা সাফল্যের সঙ্গে সেই অপারেশন শেষ করবেন।

শনিবার জম্মু ও কাশ্মীরে লাইট ইনফ্যান্টির ৩৬ ব্রিগেডের ছাউনি আক্রমণ করে জৈশ-ই-মহম্মদের সশস্ত্র জঙ্গিরা। শুরু হয় দু'পক্ষের মধ্যে গুলির লড়াই। শনিবারই জওয়ানদের পাল্টা গুলির আঘাতে মারা যায় দুই জঙ্গি। তবে সেনাবাহিনীর পাঁচ জওয়ান ও একজন সাধারণ নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করেছেন এক প্রবীণ পুলিশ অফিসার। প্রসঙ্গত, শনিবার ভোরের আলো ফোটার আগেই জম্মুর সুজুঁয়ান সেনা ছাউনিতে হামলা করে জঙ্গিরা। প্রধান গেটে রক্ষীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ের পর তারা ঢুকে পড়ে ছাউনির মধ্যে। এই সময় চেকপোস্টে থাকা রক্ষীরা তাড়া করলে জঙ্গিরা গা ঢাকা দেয় পাশের আবাসনে। সেখানেই থাকেন সেনা জওয়ানদের আত্মীয়স্বজন। গুলির লড়াইয়ে অনেকেই জেগে ওঠেন। জখম হয়েছেন ৯ জন। তাদের মধ্যে ৫ জন মহিলা ও শিশুও রয়েছে।

রাজনাথ জানিয়েছেন, জওয়ানরা যেভাবে আক্রমণ চালাচ্ছেন, তাতে সাফল্য সুনিশ্চিত। উল্লেখ্য, শুক্রবার ছিল আফজল গুরুর পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী। সুজুঁয়ানের সেনা ছাউনিতে যারা হামলা চালায়, তারা জৈশ-ই-মহম্মদের আফজল গুরুর সদস্য বলে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দাদের ধারণা। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, প্রতি বছরই আফজলের মৃত্যুবাষির্কীর সময় জম্মু-কাশ্মীরের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়। এমনকি বহু শহরেই জারি করা হয় কারফিউ। কিন্তু এবার কেন জম্মুর এই বেহাল অবস্থা? কেন সেখানে সেনা ছাউনির নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়নি, সেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

AKC STEEL INDUSTRIES LIMITED

৩১ ডিসেম্বর,২০১৭ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের/৯মাসের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল (লক্ষ টাকায়)

	বিবরণী	সমাপ্ত তিনমাস ৩১.১২.১৭ অনিরীক্ষিত	সমাপ্ত বছর থেকে তারিখ ৩১.১২.১৭ অনিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী সমসাময়িক সমাপ্ত তিনমাস ৩১.১২.১৬
১.	মোট কাজের থেকে আয় (নিট)	৮১.৩৩	২৬০.৮৮	৮০.৭২
২.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন করের আগে (অতিরিক্ত বিষয় সমূহের পরে)	১৮.১৯	১৬.৭১	২২.০৯
৩.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন করের আগে (অতিরিক্ত বিষয় সমূহের পরে)	১৮.১৯	১৬.৭১	২২.০৯
৪.	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালীন করের পরে (অতিরিক্ত বিষয় সমূহের পরে)	১৮.১৯	১৬.৭১	২২.০৯
৫.	মোট সম্পৃক্ত আয় সাধারণ বিষয়ে করে (অধিক লাভ/ ক্ষতি সাধারণ বিষয়ে করে (করপরবর্তী) এবং অন্যান্য অধিক আয় করের পরে	১৮.১৯	১৬.৭১	২২.০৯
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৪১৫.০০	৪১৫.০০	৪১৫.০০
৭.	সংরক্ষণ (পুর্নমূল্যায়ন ব্যতীত পূর্ববর্তী ব্যালেন্সশিট অনুসারে)	১৩৪.১২	১৩৪.১২	১২৯.১৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটির মূল্য ১০ টাকা) (বাষিকীকৃত নয়) চলমান প্রক্রিয়া এবং ছাড় বাবদ অর্থাঙ্ক			
	মূল	০.৪৪	০.৪০	০.৫৩
	মিশ্র	০.৪৪	০.৪০	০.৫৩

দ্রষ্টব্য:

১. ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ তারিখে সমাপ্ত তিন মাসের ও নয় মাসের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের একক বিবরণী নিরীক্ষক কমিটি দ্বারা পর্যালোচিত এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি,২০১৮ তারিখে পরিচালকবর্গের সভায় গৃহীত। উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফলের বিবরণী ৩১ ডিসেম্বর,২০১৭ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ও নয় মাসের স্টক এক্সচেঞ্জের ও রেগুলেশন ৩৩ অফ সেবি (ক্ষেত্রীয় দায় ও ব্যাখ্যামূলক বিবরণী) রেগুলেশন ২০১৫ অনুসারে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ফলাফলের মধ্যে দেখানো হয়েছে যা সিএসই ওয়েব সাইট (www.cse-india.com) এবং কোম্পানি ওয়েব সাইট (website www.akcsteel.com.

২. কোম্পানি প্রথম এএস লেনদেন শুরু করেছে ১ এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে যা ১ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখ থেকে ৩১ মার্চ,২০১৭ তারিখ পর্যন্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীতে দেখানো হয়েছে (অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড রুল-২০১৫ অনুসারে বিভিন্ন সংশোধীত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড রুলস্-২০১৫ অনুসারে। ২০১৩ সালে কোম্পানি আইনে ১৩৩ ধারা অনুসারে এর সঙ্গে পঠনীয় রুল অনুসারে দেখানো হয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
একেসি স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ-এর পক্ষে
স্বাঃ/-মুকেশ চন্দ্র বানসল
ডিরেক্টর
DIN : 00103098

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩.০২.২০১৮

CIN : L27109WB1957PLC023360

রেজিঃ অফিস: ''ল্যান্সডাউন টাওয়ার'', ৫ম তল, ২/১এ, শরৎ বোস রোড,
কলকাতা-৭০০ ০২০
ফোন : ০৩৩-৩০৫১-৪৪৪৪, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮৩-৩৩২২
Website : www.akcsteel.com,Email :
contact@akcysteel.com

রিতমন ইনফ্রা লিমিটেড
রিতমন হাউস, ১৪ সৈয়দ আমির আলি এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০১৭
CIN-L70109WB1981PLC033662
Ph: 033 4000 1899, Email : info@ritman.co.in

৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭ সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ (লক্ষ টাকায়)

ক্রম সংখ্যা	বিবরণ	সমাপ্ত তিন মাস			বছর থেকে তারিখ (ক্রমবর্ধিত)		সমাপ্ত বছর ৩১.০৩.২০১৭ (নিরীক্ষিত)
		৩১.১২.২০১৭ (অনিরীক্ষিত)	৩১.০৯.২০১৭ (নিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৬ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৭ (অনিরীক্ষিত)	৩১.১২.২০১৬ (অনিরীক্ষিত)	
১.	পর্যালোচিত আয়	৯১৭৯০১.০০	৩৬০৫৪০০.০০	২৬৮০০.০০	৫৯০২৯২১.০০	১২০২৮৫০.০০	১০৬০১৪০০.০০
২.	অন্যান্য আয় (নিট)	১৬৬৮৩৮.০০	৯১৭২০.০০	৯৩২৭৮.০৬	৩৩০৩০৩.০০	৪৩৮০৪৭.০৩	৫১২৮২৯.০৩
৩.	মোট আয় (১+২)	**১০৮৪৭৩৯.০০**	**৩৬৯৭১২০.০০**	**১২০০৭৮.০৬**	**৬২৩৩২২৪.০০**	**১৬৪০৮৯৭.০৩**	**১১১১৪২২৯.০৩**
৪.	ব্যয়						
	ক) কাঁচামালের ব্যবহার	৩৬৭৮০৫.০০	৪৭৫১৯৮২.০০	৪১৯০৯৫৮.০০	৫৬১২৫৫২.০০	৬৯৮৯১২৩.০০	৯৭২৬১২৪.০০
	খ) পণ্য ক্রয়	৬০৭৫০.০০	(৯৭৮০১.০০)	৫৯৭১৩.০০	৪০৫৩৮৭.০০	১১০৩৬৯৫.০০	১৭৯০৭৩৮.০০
	গ) মজুত পণ্য বিনিয়োগ	-	-	-	-	-	(৩৩৬৮৯৭৮৪.০০)
	ঘ) তৈরি পণ্য, উন্নতিকল্প এবং মজুত ব্যবসায়উদ্ভাবনী পরিবর্তন	১৫০০০০.০০	(৩৬৮৭৯২৭.২৯)	(৪২৫০৬৭১.০০)	(৪০৬২০৫৭.৪৫)	(৭৩৪১৩১৩.৪৬)	২২৮৩২৪৩৪.৭২
	ঙ) কর্মী সুবিধার্থে ব্যয়	৩৩৩০০০.০০	৪৫৩৪৯৪.০০	২২২০০০.০০	১০৮০৭৯৪.০০	১৫৩১২৭৭.০০	২১০৯২৭৫.০০
	চ) অবচয় এবং প্রদেয় ব্যয়	৩০৪৮৩৬.০০	৩৮০৯২০.০০	৪২৬৮০৪.০০	৮৮৬১৭৪.০০	১২৬৩৫৯৯.০০	১৬৯৪৯৯৩.০০
	ছ) আর্থিক খরচ	১৯৩৬৭৭.০৫	১৪৬০৬৬.৩৮	১২৯৫৪৬.৪৯	৪৮২৪৪৭৭.৪২	৩৫০৬৭৭.৫৪	৪৮৪০৯২.৫১
	ঞ) অন্যান্য ব্যয়	১৫৭৭০১২.৭৮	১৮৮৭৪৮৫.০৩	১৩৯১৪৮২.৮৪	৫০০৮১১৩.১৫	৩৫১৯৩১৭.০১	৬১১৯০৩৬.৩৬
	মোট ব্যয়	**২৯৮৭০৮০.৮৩**	**৩৮৩৪২১৯.১২**	**২১৬৯৮৩৩.৩৩**	**৯৪১৩৪৪০.১২**	**৭৪১৬৩৭৫.০৯**	**১১০৬৬৯০৯.৫৯**
৫.	ব্যতিক্রমী বিষয় এবং কর পূর্বে লাভ/(ক্ষতি) (৩ -৪)	**(১৯০২৩৪১.৮৩)**	**(১৩৭০৯৯.১২)**	**(২০৪৯৭৫৫.২৭)**	**(৩১৮০২১৬.১২)**	**(৫৭৭৫৪৭৮.০৬)**	**৪৭৩১৯.৪৪**
৬.	ব্যতিক্রমী বিষয় সমূহ	-	-	-	-		
৭.	করে আগে লাভ/(ক্ষতি) (৫ - ৬)	**(১৯০২৩৪১.৮৩)**	**(১৩৭০৯৯.১২)**	**(২০৪৯৭৫৫.২৭)**	**(৩১৮০২১৬.১২)**	**(৫৭৭৫৪৭৮.০৬)**	**৪৭৩১৯.৪৪**
৮.	কর ব্যয়						
	ক) চলতি কর	-	(১০১০৭.০০)	-	(১০১০৭.০০)	-	২৮৯৮০৭.০০
	খ) বিলম্বিত কর	-	-	-	-	-	-
৯.	নিট লাভ (+)/(ক্ষতি) (-) সময়কালীন কার্যকরী প্রক্রিয়ার জন্য (৭-৮)	**(১৯০২৩৪১.৮৩)**	**(১২৬৯৯২.১২)**	**(২০৪৯৭৫৫.২৭)**	**(৩১৭০১০৯.১২)**	**(৫৭৭৫৪৭৮.০৬)**	**(২৪২৪৮৭.৫৬)**
১০.	লাভ/ক্ষতি কাজ বন্ধের জন্য	-	-	-	-		
১১.	কর ব্যয় কাজ বন্ধের কারণে	-	-	-	-		
১২.	লাভ/ক্ষতি কাজ বন্ধের কারণে করের পরে	-	-	-	-		
১৩.	**নিট লাভ(+)/(ক্ষতি) (-) সময়কালীন (১১+১২)**	**(১৯০২৩৪১.৮৩)**	**(১২৬৯৯২.১২)**	**(২০৪৯৭৫৫.২৭)**	**(৩১৭০১০৯.১২)**	**(৫৭৭৫৪৭৮.০৬)**	**(২৪২৪৮৭.৫৬)**
১৪.	অন্যান্য তুলনীয় আয় (নিট কর ব্যয়)	-	-	-	-	-	-
১৫.	মোট তুলনীয় আয় সমকালীন	**(১৯০২৩৪১.৮৩)**	**(১২৬৯৯২.১২)**	**(২০৪৯৭৫৫.২৭)**	**(৩১৭০১০৯.১২)**	**(৫৭৭৫৪৭৮.০৬)**	**(২৪২৪৮৭.৫৬)**
১৬.	শেয়ার প্রতি আয় (মূল ও মিশ্র) (১০ টাকা)	(০.৬০) (বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.০৪) (বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.৬৪) (বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.৯৯) (বার্ষিকীকৃত নয়)	(১.৮১) (বার্ষিকীকৃত নয়)	(০.০৮) (বার্ষিকীকৃত নয়)

দ্রষ্টব্য:

১. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি পরিচালকবর্গের সভায় গৃহীত এবং ১৩.০২.২০১৮ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ফলাফলগুলি কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা সংক্ষিপ্তাকারে পর্যালোচিত।

২. পূর্ববর্তী বছরের এবং সমসাময়িক সময়ের তুলনীয় অর্থাঙ্ক মিলকরণ করা হয়েছে আইএনডিএএস অনুসারে যা কোম্পানির পর্যালোচনা করা হয়েছে। বিধিবদ্ধ কোম্পানির নিরীক্ষক দ্বারা, কোম্পানির পরিচালকমণ্ডলী মনে করে উক্ত তথ্য সঠিকভাবে দেখানো হয়েছে।

৩. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি প্রয়োজনানুসারে পুনঃসজ্জিত/পুনঃমুদ্রিত করা হয়েছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
রিতমন ইনফ্রা লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
পরাগ মজুমদার
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৩.০২.২০১৮